তারিখ
পৃষ্ঠা কলাম

নারী শিক্ষার প্রসার

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের উদ্বোধনকালে বৃহত্তর ঢাকা জেলার ২৫০ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির সূচনার মধ্য দিয়া বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারই কেবল পূরণ হইল না; দেশের নারী শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলস্টোনও সংযোজিত হইল। নূতন শতাব্দীতে বিশ্ববাসীর জীবনে আসিয়াছে নব নব নানা রূপান্তর। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সত্য ইহাই যে, প্রাগ্রসর সমাজেও নারী অধিকার আজও নিরঙ্কুশ নয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর দেশে নারীদের কি অবস্থান হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। মনুসংহিতার শ্লোকে আছে– 'পিতা রক্ষা করে কৈশোরে, স্বামী রক্ষা করে যৌবনে আর পুত্র রক্ষা করে বার্ধক্যে। স্ত্রী জাতি স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিতে পারে না।' মনুর যুগ কবে চলিয়া গিয়াছে। তবুও এই দেশের সমাজ-মানসে এখনও নারীর প্রধান পরিচয় 'অবলা'। এখনও নারী সামগ্রিকভাবেই পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপেক্ষিত তো বটেই। যুগের প্রভাবে শহরাঞ্চলে নারীদের শিক্ষার হার ও কর্মপ্রবাহ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। কিন্তু গ্রামবাংলার নিভৃতচারিণীরা এই ক্ষেত্রে আজও মর্মান্তিকভাবে বঞ্চিত। উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, 'দেশের জনসমাজের অর্ধেক এই নারী সমাজকে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত রাখিয়া দেশ গড়ার কথা বলা অর্থহীন।' দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, অভিভাবকের অনীহা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ইত্যাদি কারণে শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, 'এই ভয়াবহ চিত্র একটি সভ্য দেশের জন্য বড়ই লজ্জার।' লজ্জাকর এই পরিস্থিতি হইতে মুক্তি লাভের লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প নাই। মনে রাখিতে হইবে, বাংলাদেশের ২১ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগ পায় না। আর যাহারা এই সুযোগ পায়, তাহাদেরও ৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পূর্বেই ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়ায়। সুযোগবঞ্চিত এবং ঝরিয়া পড়া এই শিশুদের বেশিরভাগই যে কন্যাশিশু তাহা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালুসহ শিক্ষাকে অবৈতনিক করিবার পূর্ববর্তী পদক্ষেপ ঘন অন্ধকারের মধ্যেও যেন আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া ছিল। নূতন করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা ও উপবৃত্তি প্রদানের এই শুভ সূচনা এক বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করিল। এই কর্মসূচির সাফল্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে ইহার সম্প্রসারণের দিকটি। তবে সংশ্লিষ্ট সকল তরফকেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকল্প চালু করাতেই সকল কিছু শেষ হইয়া যায় না। সাফল্যের সঙ্গে ইহার বাস্তবায়নের মধ্যেই রহিয়াছে সার্থকতা। এইরূপ সৎ উদ্যোগ' যাহাতে কোনক্রমেই পণ্ড না হয় সেই ব্যাপারে সজাগ থাকিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে নিয়মিত মনিটরিংও বিশেষ জরুরি। উপবৃত্তির অর্থ যাহাতে দুর্নীতির রাহুগ্রাসে পড়িয়া বেহাত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্কুলছাত্রীদের জন্য সরকারের অবৈতনিক পাঠদান কর্মসূচি এবং ছাত্রী উপবৃত্তির ব্যাপারে দেশের নানা স্থানে কিছু অনিয়ম-অনাচারের বিবরণ সংবাদপত্রে আসিয়াছে। এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নবপ্রবর্তিত সুবিধাগুলিও যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। চলতি বৎসর ৫০ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনিবার পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিলম্বিত বা বিঘ্নিত হইবে না, ইহাই জাতির প্রত্যাশা।